প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

গোলটেবিল বৈঠক ২০১১

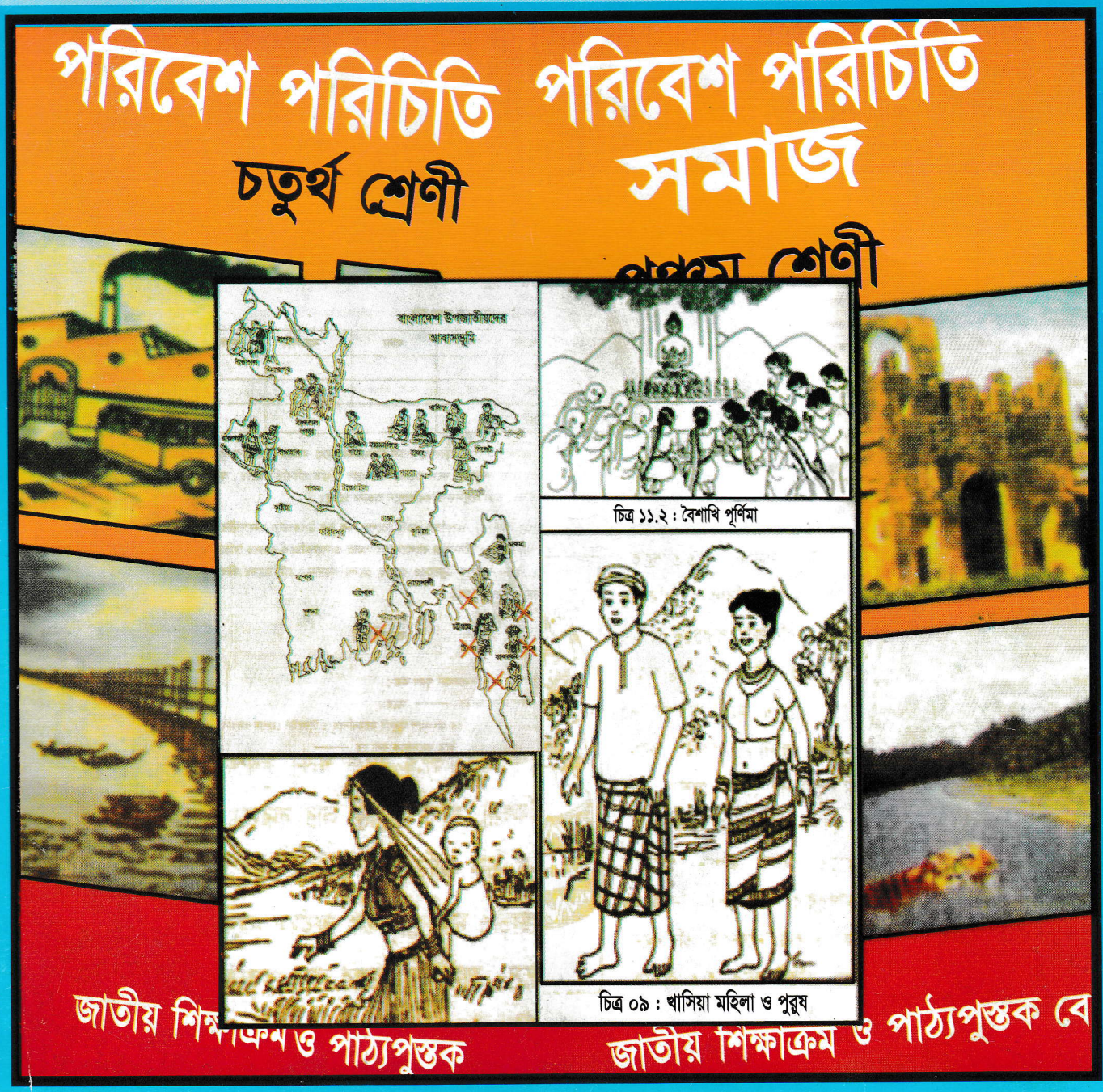

ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল্
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা এবং এই শিক্ষায় ব্যবহৃত পাঠ্যবিষয় শিশুদের মনন বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। শিশুদের মানসিক উৎকর্ষতায় স্কুলের পাঠ্যবিষয় গভীরভাবে রেখাপাত করে, যা অনেক সময় তার কর্মজীবনেও প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশ বহুসংস্কৃতি ও বহুভাষায় সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাভাষি মূলধারার জনগোষ্ঠির পাশাপাশি এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে আপন সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ আদিবাসী জনগোষ্ঠি। দেশের লেখক-গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণাপত্র, নিবন্ধ, প্রবন্ধগুলোতে এবং সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্রাদিতে এই জনগোষ্ঠিদের একক পরিচয় হিসেবে কখনও আদিবাসী, কখনও উপজাতি, কখনও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং কখনও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই জাতিগত পরিচয় সংক্রান্ত বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি এবং এর আদৌ শেষ হবে কিনা তাও হলফ করে বলা যায় না।

ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল্ (দীপ)-এর কর্ণধার আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চৌধুরী আতাউর রহমান রানা দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যপুস্তকসহ দেশের বিভিন্ন লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের বিভিন্ন লেখা ও প্রকাশনায় আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপস্থাপিত ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, অসংগতিপূর্ণ চিত্র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের মনোযোগ আকর্ষন করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির সাথে পরামর্শ সভাসহ মাঠের সঠিক তথ্য সংকলন করে সুধিসমাজের নিকট পেশ করার জন্য তিনি ছুটে গেছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী জনপদে। তাঁর কর্মপ্রয়াসের এক পর্যায়ে ২০০৯ সালের ১ আগস্ট অন্যান্য সংগঠনকে সাথে নিয়ে দীপ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজন করে একটি গোল টেবিল বৈঠক, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপিসহ নীতি নির্ধারণী মহল এবং দেশের সুধিসমাজ উপস্থিত ছিলেন।

জাবারাং কল্যাণ সমিতি দীর্ঘদিন ধরে তার অন্যান্য উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মগবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মগবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে স্কুল-পাঠ্যপুস্তকসহ দেশের বিভিন্ন লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের বিভিন্ন নিবন্ধ-প্রবন্ধ ও প্রকাশনায় উপস্থাপিত আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অসংগতিগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণীমহলের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপনের একটি তাগিদ জাবারাং অনুভব করে। ২০০৩ সালে কমওয়েলথ এডুকেশন ফান্ড এ্যাকশনএইড- এর সহায়তায় জাবারাং সারাদেশের আদিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে এবং এর উপর একটি প্রকাশনা বের করে। তারই প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তার শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

জাবারাং ও দীপ-এর এই বিষয়গত ভাবনায় মিল থাকার কারণে 'প্রকাশনায় আদিবাসী-নৃগোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি' বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত এই দুই সংস্থা যৌথভাবে কর্মসম্পাদনে সম্মত হয়। জাবারাং ও দীপ-এর যৌথ কর্মপ্রয়াসের অংশ হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয় এবং ২০১১ সালের ২৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আর্থিক সহায়তায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজন করা হয় সর্বশেষ গোল টেবিল বৈঠক। বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা: আফছারুল আমিন এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপিসহ নীতি নির্ধারণী মহল এবং দেশের সুধিসমাজ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকগুলোতে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত তথ্যাদির অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া সুধীজনদের প্রাণবন্ত আলোচনা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। এই বৈঠকের যাবতীয় তথ্য ও সেই সময়কাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের কিছু ত্রুটি সংশোধনের প্রস্তাবগুলো নিয়ে এই প্রকাশনা সাজানো হয়েছে। আমাদের এই যৌথ প্রয়াস বুদ্ধিবৃত্তিক প্রগতিশীলতার মধ্য দিয়ে দেশের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে বোদ্ধামহলের মনোযোগ আকর্ষনে কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দেশের এই ইতিবাচক সময়ে চিন্তাশীল লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষকদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসে প্রগতিশীল ও মেধাবি প্রজন্ম গঠনের পথ উন্মোচিত হউক- দেশের সকল নাগরিকের মাঝে ভাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হউক- এটিই আজ আমাদের একান্ত কামনা।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
নির্বাহী পরিচালক
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে উপস্থাপিত আমাদের বক্তব্য

পটভূমি

বাংলাদেশ বহুসংস্কৃতি ও বহুভাষায় সমৃদ্ধ একটি দেশ। এখানে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ভাষার বৈচিত্রতা। দেশের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠির সংখ্যা নিয়ে রয়েছে নানাজনের মাঝে রয়েছে মতান্তর। কোন কোন গবেষণাতথ্য অনুসারে এখানে ৩৯টি জাতিগোষ্ঠির মানুষ বসবাস করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা ৪৫টি আর আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের দাবি অনুসারে এখানে ৭২টি জাতিগোষ্ঠির বসবাস রয়েছে। এসব জাতিসত্তা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ (দুই) শতাংশ। দেশের বিভিন্ন দলিলপত্র ও সাহিত্যে তাদেরকে কখনও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, কখনও আদিবাসী আর কখনওবা উপজাতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে তারা নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দেশের বিভিন্ন জেলা যেমন- রাংগামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, বরগুনা,

পটুয়াখালি, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগা, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, গাজীপুর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রাম জেলাসমূহে বিভিন্ন আদিবাসী লোকালয় দেখা যায়। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠির নিজস্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক, জাতিগত পরিচয়, নিজস্ব নিয়ম-কানুন এবং ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি আছে। এইসব বর্ণিল সংস্কৃতি এবং জীবন ধারা দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম অংশ। যা দেশের ঐক্যের প্রতীকও বটে।

লক্ষনীয় বিষয় হল, যে সকল পাঠ্যবই 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তা দেশের আদিবাসী জনগণের প্রকৃত পরিচয় এবং সঠিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং জীবন-যাপনের প্রচলিত রীতি তুলে ধরতে অনেকাংশে সফল হয়নি। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সাথে তাদের নিজেদের জাতিসত্তার অথবা জীবন-জীবিকার সংযোগ বা সামঞ্জস্যতা খুঁজে পান না। শিক্ষার্থীদের পক্ষেও পাঠ্যবিষয়ের সাথে নিজেদের জীবনের সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয় না, যা তাদের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে।

উদাহরণস্বরূপ, তাদের প্রচলিত রীতি নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য আরও অনেক সাংস্কৃতিক এবং প্রাত্যহিক জীবন ধারণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পাঠ্যবইসমূহে ইতিবাচকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন জাতিসত্তা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আদিবাসী শিশুদের আন্তঃসম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

এই অবস্থায় শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনকুসিভ পিপল (দীপ) এবং জাবারাং কল্যান সমিতি তাদের নিজেদের অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গবেষণা পরিচালনা এবং অংশগ্রহণ করছে; সেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সংলাপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১০ এবং ২০১১ সালে এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে, "উপজাতি" বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা " শব্দের পাশাপাশী কোথাও কোথাও "আদিবাসী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন পাঠ্যবইয়ে যেসব ভুল তথ্য সংযোজিত হয়েছিল সেগুলোর কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করে সঠিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে; যার জন্য সরকার এবং মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

সাম্প্রতিক আলোচনায় উঠে এসেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠ্যবইগুলোতে এখনো কোন কোন অনুচ্ছেদে এমন তথ্য রয়ে গেছে যেগুলোর অনেক কিছু সংশোধন করার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার রয়েছে। ২০১০ সালের উল্লেখিত বইগুলোতে যদিও জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়ের ক্ষেত্রে কখনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, কখনো উপজাতি কখনো "আদিবাসী" শব্দটি একটি টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য একটি টাইটেল ব্যবহার করার জন্য বৈঠকে দাবি করা হয়েছে। ত্রিপুরা, ম্রো এবং অন্যান্য জাতিসত্তার নাম এখনো পাঠ্যবইয়ে ভুল বানানে ছাপা রয়েছে; যথাক্রমে টিপরা, মুরং ইত্যাদি।

এনসিটিবি এবং অন্যান্য নিজস্ব এবং সরকারী সহযোগিতায় প্রকাশিত বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে জাতিসত্তাসমুহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিয়ে যে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের কি মতামত এবং প্রস্তাব আছে তা জানার জন্য দীপ এবং জাবারাং খুব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তা এবং দেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের সাথে পরামর্শ সভা করেছে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পর্যায়ক্রমিক আঞ্চলিক সংলাপ করেছি। যেখানে বুদ্ধিজীবি, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা এবং জন প্রতিনিধি, বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি, অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য মতামত উপস্থাপন করেন।

বৈঠকের কার্যবিবরণী:

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব এর ভিআইপি লাউঞ্জে গত ২৭ এপ্রিল, ২০১১ আঞ্চলিক আলোচনায় যেসব প্রস্তাব ও মতামত পাওয়া গেছে তা বিনিময় করার উদ্দেশ্যে দীপ এবং জাবারাং এর উদ্যোগে এক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক এবং গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডাঃ মোঃ আফছারুল আমিন এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপি, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স এর চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বাংলাদেশস্থ উপ-পরিচালক গগন রাজভান্ডারী।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত। সভাপতিত্ব করেন দীপ এর সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদার এবং শিসউক এর নির্বাহী পরিচালক শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ ধন্যবাদ বক্তব্য দেন। 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি'র নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। দীপ এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা গবেষনাকর্মের তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন।

চাক্‌মা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ম্রো, ওঁরাও, মনিপুরী, গারো, হাজং, কোচ, খাসি, রাখাইন, পাহাড়িয়া, মুন্ডা এবং অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জাতিসত্ত্বা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, নেতা এবং বুদ্ধিজীবী, জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক আইনজীবি, গবেষক, ছাত্র নেতা, সাংবাদিক, লেখক, নারী-নেত্রী, উন্নয়নকর্মী, সরকারী প্রতিনিধি, এনসিটিবি এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়া কর্মীগণ এই গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় মন্ত্রী, ডাঃ মোঃ আফছারুল আমিন এমপি, প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বিষয়টি খুবই ইতিবাচক যে, লেখক এবং গবেষকগণ পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছেন। কিছু কিছু ত্রুটি যা আগে চিহ্নিত হয়েছিল তা উপস্থাপন করেছেন। কিছু কিছু ত্রুটি আগে চিহ্নিত হয়েছিল তা নতুন পাঠ্যপুস্তকে সঠিক তথ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বর্তমান সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জাতিসত্ত্বাসমুহের উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। ফলাফল স্বরূপ এই সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অবদান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্ত করতে পেরেছিল মুক্তিযোদ্ধারা।

তিনি আরো বলেন, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে দেশের বহু ভাষাভাষি জাতিসত্ত্বাগুলোর জন্য নিজস্ব মাতৃভাষায় লেখাপড়ার উদ্যোগ ও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আয়োজকদের প্রতি অনুরোধ করেন- যে সুপারিশমালা এই বৈঠকে উত্থাপন করা হল তা যেন মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়, এনসিটিবি'র মাধ্যমে প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক সমূহে যাতে করে ভুল তথ্যগুলো সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। তিনি বলেন অনেক লেখক কিংবা গবেষক নিজ দায়িত্বে অনেক কিছুই লিখতে পারেন, তিনি লেখনীর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার পরামর্শ দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপি বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন- এই সরকার দেশের জাতিসত্ত্বা বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে জাতীয় শিশু পাঠ্যবইগুলোতে জাতিসত্ত্বার পরিচয় সম্পর্কে যে ভুল বর্ণনা ছাপা হয়েছিল তা নিয়ে প্রথম একটি গোল টেবিল বৈঠক করা হয়; তার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ভুল তথ্য সংশোধনের জন্য একটি অনুরোধ পত্র পাঠায়। আমরা খুবই আনন্দিত যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কোন কোন অধ্যায়ে সংশোধন আনা হয়েছে। জানতে পেরেছি এখনো কোন কোন অধ্যায়ে ভুল তথ্য অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে, আমরা আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সেগুলো সংশোধন করা হবে। তিনি উপস্থিত সকলের কাছে ইতিবাচক প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, যাতে করে পার্বত্য মন্ত্রণালয় আবারো অনুরোধপত্র পাঠাতে পারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি'র কাছে পরবর্তী বছরে প্রকাশিতব্য পাঠ্যবইয়ের ভুল অংশগুলো সংশোধনের জন্য। তিনি আরো উল্লেখ করেন, কারো কারো মতে বাংলাদেশে প্রায় ৭৫টি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলাদেশস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার উপ-পরিচালক গগন রাজভান্ডারী বলেন, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে আইএলও ১০৭ অনুমোদন করেছে। এটি একাত্মতার একটি প্রতীক। একটি রাষ্ট্রের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। একটি দেশের উন্নতির জন্য সমবেতভাবে কাজ করা হল সবচেয়ে ভাল পথ। তিনি জাতীয় পাঠ্য পুস্তকসহ জাতীয় গণমাধ্যম ও প্রকাশনাগুলোতে আদিবাসীদের পরিচয়, জীবন এবং সংস্কৃতি বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন শিশুরা বিদ্যালয়ে যে পুস্তক পড়ে সেখান থেকে তাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জানবে, দেশের সকল নাগরিকদের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় করার সবচেয়ে ভাল পন্থা হল পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য দেওয়া।

বর্তমান সরকারের ইতিবাচক অগ্রগতি দেখে তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি সরকারকে অভিনন্দন জানান দেশের সংবিধান সংশোধনে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, সেখানে তিনি আশা করেন আদিবাসীরা তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাবে। তিনি আইএলও এর পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারের সকল প্রকার সাফল কামনা করেন। তিনি আরও আশা করেন যে, সরকার শীঘ্রই আইএলও ১৬৯ অনুমোদন করবে।

শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, খাসি জনগোষ্ঠীকে এই কী-নোট এ 'খাসিয়া' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আমি এই জনগোষ্ঠীর নেতা, গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি আরো বলেন, সংগঠকরা এখানে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন- ইনডিজেনাস্ পিপলস্'' আদিবাসী', নৃ-গোষ্ঠী ইত্যাদি। তিনি দাবী করেন যে, এ দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষকে যেন শুধুমাত্র "আদিবাসী'' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তিনি 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্যও সরকারের কাছে তার দাবি তুলে ধরেন এবং পরামর্শ দেন যে, এনসিটিবি এবং নীতি নির্ধারকদের উচিত যারা আদিবাসীদের সম্পর্কে জানেন এমন যথোপযুক্ত লেখক এবং গবেষকদের পাঠ্যবই সংশোধনে সম্পৃক্ত করা।

গৌতম কুমার চাকমা বলেন, যদি কেউ বাংলাদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চায় তা হলে তারা যেন শুধুমাত্র বাংলাদেশের গন্ডির মধ্যে মনোসংযোগ না করেন। বাংলাদেশে বসবাসরত প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাস, প্রথাগত সংস্কৃতি এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি রয়েছে। যা বাংলাদেশের গন্ডি লক্ষ্য করে মাপা উচিত না। তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ করেন বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলোর সংশোধনী প্রক্রিয়ায় যেন আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে বিশেষজ্ঞ, লেখক এবং এ সম্পর্কে সম্যক ধারনা আছে এমন গবেষকদের সম্পৃক্ত করা হয়।

ড. শেখ আব্দুস সালাম- সর্বপ্রথম জাতিসত্তাগুলোর পরিচয় কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের ঐক্যমত হতে হবে। ভারত এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় ১৭১টি জাতিসত্তা কিংবা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫টি জনগোষ্ঠী বাস করে আমাদের দেশে। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্ত্বাগুলোর ছক দেওয়া হয়েছে ১০টি, তাকে ১৪ তে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন আয়োজকরা। তিনি প্রশ্ন তোলেন আয়োজকরা কেন বাংলাদেশের যত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা রয়েছে তাদের সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেননি। তিনি একটি অংশীদারীত্বমূলক সেশন আয়োজন করার প্রস্তাব দেন। এর মাধ্যমে ভুল তথ্য এবং চিত্র নিয়ে লেখক এবং এনসিটিবি এর সম্পাদকদের সাথে যাতে একটি বিশ্লেষণ পরিচালনা করা যায় এবং যার মাধ্যমে পরবর্তীতে সঠিক পথ উদ্ভাবন হয়।

জোবাইদা নাসরিন বলেন, মূল প্রবন্ধে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে যে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তাদের ইস্যু নিয়ে যে কোনটা তারা পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত করতে চায়। তিনি বলেন নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী বলতে কিছু বুঝায় না। কারণ নৃ-তত্ত্ব হল মানুষ/মানব নিয়ে যে তত্ত্ব তা। কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠী এই নামে বা শব্দে পরিচিত হতে পারে না। আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল এর খসড়ায় সম্পৃক্ত ছিলাম, কিন্তু চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় কর্তৃপক্ষ আমাদের মতামত গ্রহণ করেনি। আমাদের সাথে আলোচনা না করেই আদিবাসী শব্দটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিভাষা দ্বারা স্থানান্তরিত হয় এবং একটি লিষ্ট বানানো হয় যেখানে শুধুমাত্র ২৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমন কিছু গোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে যারা একক আদিবাসী গোষ্ঠী নয়। তিনি সকলকে আদিবাসীদের প্রকৃত জীবনচিত্র তুলে ধরা বা লেখার সময় আরো সংবেদনশীল হবার জন্য অনুরোধ জানান।

জিডিসন প্রধান সুছিয়াং বলেন, খাসিয়া অথবা খাসি পরিভাষা নিয়ে বিভিন্ন লেখায় প্রশ্ন তোলার পর আমি খাসি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের সাথে আলোচনা করেছি। তারা সকলেই প্রস্তাব করেছেন যে, খাসি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে লেখার সময় জাতিসত্তার পরিচয় হিসাবে 'খাসি' নামটি ব্যবহার করার জন্য। পাঠ্য পুস্তকে খাসি সম্পর্কিত বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য রয়েছে। তিনি বলেন যেকোন জাতিসত্ত্বার পরিচয় হতে হবে সঠিক এবং ইতিবাচক।

একে শেরাম বলেন, পঞ্চম এবং নবম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকগুলোতে মনিপুরী সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বইয়ে বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়, মনিপুরীদের কোন ধর্ম নাই। এই ব্যাপারে আমাদের প্রতিবাদ তুলে ধরতে আমরা এনসিটিবি'র কর্তৃপরে সাথে দেখা করি। আমাদের নিজস্ব ধর্ম আছে, আপোকপা নামে পরিচিত। এছাড়া মনিপুরীদের এক অংশ বৈষ্ণব পন্থী এবং পাঙাল মনিপুরীরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি গত ২০১১ সালের সংস্করণে তথ্যগত এই ভুলটি সংশোধন করায় কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি নির্ধারিত পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়নে জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন প্রতিনিধিদের সংশোধন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার দাবী করেন।

ভগবত টুডু বলেন, যারা আদিবাসী ইস্যু নিয়ে লেখেন তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু আমি সেইসব লেখক এবং গবেষকদের কাছে আমাদের মানুষ হিসেবে সম্মানজনক ভাবে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। একজন লেখকের বই থেকে তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন "এটা হতাশাজনক যে, মূল স্রোতধারার কোন কোন লেখক এবং গবেষক আমাদের মানুষ হিসেবে গণ্য করেন না, সেই কারণে তারা প্রকাশনাগুলোতে লিখে থাকেন যে, 'সাঁওতাল আদিবাসীরা উড়োজাহাজ ছাড়া সকল উড়ন্ত জিনিস খায় এবং পানিতে নৌকা লঞ্চ ছাড়া সব খায়।" তিনি এই ধরণের বর্ণনাকে সাঁওতালদের সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক রচনা বলে মন্তব্য করেন। তিনি সকল লেখক এবং গবেষকদের অনুরোধ করেন, আমাদের নিয়ে লেখার সময় যেন মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মান দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বাঙালী এবং আদিবাসী উভয়ই নিজেদের একে অপরকে সম্মান করেন।

চৌধুরী আতাউর রহমান রানা গবেষণা কর্মের তথ্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের দেশে বহু ভাষাভাষি জাতিসত্ত্বার মানুষগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে আমাদের আগামী প্রজন্মকে শিক্ষা দান একটি মহত উদ্যোগ এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সময়োপযোগী প্রচেষ্টা। সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে এ উদ্যোগ শ্রদ্ধার জন্ম দেবে নিশ্চিত বলা যায়। কিন্তু বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিজনক উক্তি, ভুল তথ্য প্রকাশ এবং একটি জনজাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জেনে ভুল পরিচয় উপস্থাপন শুধু আমাদের নতুন প্রজন্মকে জনবৈচিত্র জনসংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল শিক্ষাই দেবেনা, পাশাপাশি তথ্য বিকৃতির শিকার জাতিসত্তাগুলো আহত হবে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে- এইসব জাতিসত্তা সম্পর্কে আমরা কখনো কখনো অসাবধানতা বশতঃ কিংবা তথ্য না জানার কারণে লেখায় ভুল, বিকৃত, অসংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে আসছি। বিশেষ করে ভুল তথ্যে ভুল শিক্ষায় অনুশীলিত করে তুলছি গোটা দেশের প্রতিটি জনগোষ্ঠির কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকেও। তথ্য বিভ্রাটের কারণে এ সকল জাতিসত্ত্বার সমাজে চাপা দুঃখবোধ প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে পৃথক পৃথক প্রকাশনায়ই শুধু নয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠ্য বইয়ে জাতিসত্ত্বার পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে কোথাও কোথাও বড় ধরনের ভুল তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তিনি আঞ্চলিক পর্যায়ে গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলোর যে সমস্ত ভুল ছিল সর্বশেষ প্রকাশনায় কোন কোন অনুচ্ছেদের তথ্যাদি সংশোধন করায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই কাজ করার ক্ষেত্রে আরো বেশী সংবেদনশীল এবং দায়িত্ববান হতে হবে। যদি আমরা নিজ নিজ জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকা, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি তাহলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যাবে এবং যদি আমরা তা করি তাহলে জাতীয় মূল্যবোধের একটি মানদ- দাঁড়াবে।

এই অধিবেশন শেষে এক মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়, সেখানে অংশগ্রহণকারীরা 'বর্তমান ইস্যু' পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিষয়

নিয়ে আলোচনা এবং তাদের প্রস্তাবনা পেশ করেন। আইএলও পিআরও ১৬৯ এর সমন্বয়ক মি. অভিলাস ত্রিপুরা, দৈনিক ভোরের কাগজ এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত, চাকমা একাডেমীর প্রতিনিধি অমর চাকমা, এডভোকেট প্রমিলা টুডু, ককবরক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সভাপতি প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, রাখাইন ছাত্র ফোরামের সভাপতি আচিং রাখাইন, পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর নেতা থাডিরাস বিশ্বাস, বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী নেতা সমরজিৎ সিং, মুন্ডা জনগোষ্ঠীর নেত্রী কল্পনা রানী, লেখক ও গবেষক আমিনুল ইসলাম বাবু, ওরাও নেতা মুকুল এক্কা, পাঙাল মনিপুরী নেতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মজিদ চৌধুরী, খাসি ছাত্রী রুনা রবান, মনিপুরী মহিলা নেত্রী মল্লিকা সিনহা, গারো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বরুন নাফাক, হাজং সংগীত শিল্পী চন্দনা দেবী হাজং, সাওতাল শিক্ষার্থী লরেন্স বেশরা, পেরু থেকে পিএইচডি শিক্ষার্থী রোসেমুনডোজা অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা তার স্বাগত বক্তব্যে এই গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য ইস্যু, বিষয়বস্তু ও পটভূমি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই-এ নয়, এছাড়াও আরো অনেক প্রকাশনা আছে যেখানে জাতিসত্তার পরিচয় এবং ইস্যু নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা দেশের নাগরিকদের সমানভাবে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে দুরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইগুলোতে বিভিন্ন পরিভাষা যেমন 'আদিবাসী', 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' এবং 'উপজাতি' ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে করে বির্তকের জন্ম দিচ্ছে। জনগণ একটি সাধারণ পরিভাষা বের করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের কাছে পরামর্শ দেয়ার জন্য তারা অনুরোধ করেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, এই গোলটেবিল বৈঠক করা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পরবর্তীতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে জাতিসত্ত্বা পরিচয় সম্পর্কিত বিভ্রান্তি নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য-

অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের পেশাদার, সকল জাতিগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবি, শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ, সরকারী কর্মকর্তা,সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং নীতি নির্ধারকদের অংশগ্রহনে একটি প্রশস্থ পথ তৈরী করা; এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিদ্যমান ভুলগুলো আদিবাসী প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংশোধন করে, যা সামাজিক সমতা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

বৈঠকের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

ক) স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে যে আলোচনা পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীদের মধ্যে তা বিনিময় করা,
খ) যেসব সুপারিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে এনসিটিবি কর্তৃক পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক পূর্নমুদ্রন করার সময় তা বাছাইপূর্বক গ্রহণ করা,
গ) দেশের মূলস্রোতধারার সামজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতিসত্তাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য সচেতনতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী

- পাহাড় এবং সমতল অঞ্চল এর প্রায় ১৩৯ জন বা তার অধিক সক্ষম প্রতিনিধি
- আদিবাসী সংগঠন এবং উন্নয়নমূলক সংগঠনের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি
- শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং গবেষক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক কর্মী
- এনসিটিবি এর প্রতিনিধি
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি
- আন্তর্জাতিক সংগঠন, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসরকারী সংগঠন যারা শিক্ষা এবং আদিবাসী ইস্যু নিয়ে কাজ করছে।

নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ

- ড. শেখ আব্দুস সালাম, অধ্যাপক জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাবি।
- গৌতম কুমার চাকমা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- শক্তিপদ ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- জোবাইদা নাসরীন, শিক্ষক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি।
- এ.কে শেরাম, সভাপতি, বাংলাদেশ মনিপুরী ভাষা, সাহিত্য সংসদ।
- ভগবত টুডু, নির্বাহী পরিচালক, এইউএস।
- জিডিসন প্রধান সুছিয়াং, সভাপতি, খাসি সোশ্যাল কাউন্সিল।

গোলটেবিল বৈঠকের সকলের মতামতের ভিত্তিতে গৃহিত সুপারিশমালাসমূহ

১. পাঠ্যবইয়ের ত্রুটিগুলো সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ায় বৈঠকের অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপরও যেসব অসম্পূর্ণ, অসংগতিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও চিত্র এখনও রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়। কারণ এখনও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের পরিচয়কে যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত করে না। দেশের সকল নাগরিকের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এসব তথ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। তাই সকল ত্রুটি যথাযথভাবে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া খুবই জরুরি।
২. 'আদিবাসী' শব্দের ব্যবহার ও তাদের জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা গেলেই তথ্যগুলো সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবে।
৩. 'আদিবাসী' বা 'Indigenous' অভিধাগুলো স্কুল পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করার জন্য জোর সুপারিশ করা হল।
৪. বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রেখে তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলোকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন প্রক্রিয়া বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৫. পাঠ্যপুস্তক সংশোধনী প্রক্রিয়ায় পরামর্শ প্রদানের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠি, তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টি এবং সার্বিক পরিচিতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
৬. পাঠ্যপুস্তকের সংশোধিত সংস্করণে আদিবাসীদের নামের তালিকায় কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নাম আসেনি; যেমন- ত্রিপুরা ও রাখাইন। বৈঠকের অংশগ্রহণকারীরা ত্রিপুরা, রাখাইন, মুন্ডা ও মাহালি জনগোষ্ঠির নাম অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন।
৭. পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান লেখকগণ, এ বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের সাথে আদিবাসী প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ মতবিনিময় সভা করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১১ সালে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের কিছু পেপার ক্লিপ

NEW AGE

4 NATIONA

THURSDAY, APRIL 28, 2011

Govt to correct info on ethnic minorities in text books: minister

Staff correspondent

PRIMARY and mass education minister Afsarul Ameen on Wednesday assured that his ministry would take initiatives to correct wrong information and misrepresentation of the indigenous people in school textbooks.

'We will take steps through National Curriculum and Textbook Board and the education boards to correct the information and ensure their accurate representation in the text books while the publishing the books next time,' Afsarul told a round-table meeting.

Speaking on the occasion, state minister for Chittagong Hill Tracts Affairs Dipankar Talukdar said that the government was trying to end the debate over the number of ethnic communities in the country as soon as possible.

The ministers were speaking at the round table discussions on 'The Lifestyle and Culture of the Indigenous Ethnic Communities in Publication : Our Attitude' organised by Development Initiatives for Inclusive People, Shikkha Shastha Unnayan Karzakum and Zabarang Kalyan Samity at the National Press Club.

Among others, the round-table was addressed by Shaktipada Tripura, organising secretary of Bangladesh Adibashi Forum, Goutam Kumar Chakma, member of the CHT regional

that his ministry was collecting information of names, languages, alphabet and religions of different communities, 'I want an end of debate over the number of the communities,' he said.

Ataur Rahman demanded that a special committee comprising indigenous people and experts should be formed to correct such wrong information. He also pointed out that the book 'Paribesh Parichiti Samiti' for the students of class four and five has many mistakes about indigenous people and that the schoolchildren get totally wrong impression of them by reading those books.

The discussants also said that communities were frequently referred to in different names in the textbook like indigenous people, ethnic minorities, tribal, hill people and others.

We want to be recognised as indigenous people,' said Shaktipada Tripura.

ভোরের কাগজ

মুক্ত প্রাণের প্রতি ধ্বনি

বর্ষ ২০ সংখ্যা ৭১ ■ ঢাকা ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৫ বৈশাখ ১৪১৮ ■ ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২ ■ ২৮ এপ্রিল ২০১১ www.bhorerkagoj.net

গোলটেবিল বৈঠক

আজকালের খবর

বুধবার ◆ ৪ মে ২০১১ ◆ ২১ বৈশাখ ১৪১৮ ◆ ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২

ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), শিসউক এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আইএলও ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় —আজকালের খবর

আদিবাসী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে অসঙ্গতিপূর্ণ নিবন্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে সংবেদনশীল হওয়ার আহবান

● আজকালের খবর প্রতিবেদক

প্রাথমিক স্তরের শিশু পাঠ্যবইসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় আদিবাসী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে অসঙ্গতিপূর্ণ বিকৃত কোনো নিবন্ধ প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অধ্যায় রচনা, নিবন্ধে প্রকাশিত ভুল তথ্যাদি ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোর সংশোধনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে 'আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ আহবান জানানো হয়। ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), শিসউক এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আইএলও ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন প্রধান অতিথি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার ও আইএলও-র উপ-পরিচালক গণন ভাণ্ডারী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল নকর সঞ্চালনায় প্রাথমিক স্তরের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় আদিবাসী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত অধ্যায় রচনা, নিবন্ধে ভুল তথ্য, অসংগতিপূর্ণ বিষয়গুলো সংশোধনের প্রাসংগিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে গবেষণাকর্মের তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন আদিবাসী নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষক চট্টলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী তাউর রহমান রানা। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। সভাপতিত্ব করেন ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)-এর সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদার।

ডিএ-৬০৫৮ ● ২য় বর্ষ ● ১১৮সংখ্যা
● মঙ্গলবার ২০ বৈশাখ ১৪১৮ বাংলা
● ২৮ জমাঃ আউঃ ১৪৩২ হিজরী
● ৩ মে ২০১১ ইংরেজী
● পৃষ্ঠা ৮ ● বিনিময় ৫ টাকা

দৈনিক দেশের পত্র

The Daily Desher Patro

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ। —দেশের পত্র

ঊষার বাণী

মঙ্গলবার ॥ ২০ বৈশাখ ১৪১৮ ॥ ৩ মে ২০১১

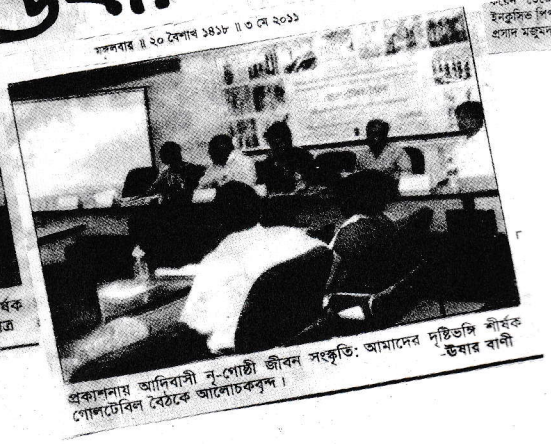

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ। —ঊষার বাণী

দৈনিক সবুজ দেশ
THE DAILY SABUJ DESH
মঙ্গলবার ॥ ২০ বৈশাখ ১৪১

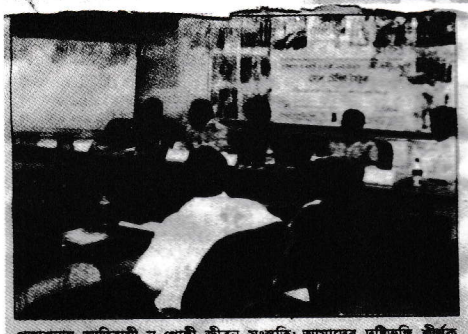

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ। -সবুজ দেশ

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

জাতীয় শিশু পাঠ্যবইসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় আদিবাসী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত অধ্যায়, রচনা, নিবন্ধে প্রকাশিত ভুল তথ্যাদি ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোর সংশোধনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাব-এর ভি আই পি লাউঞ্জে প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতিঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), শিসউক এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে। আইএলও ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই গোল টেবিল বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফছারুল আমীন এমপি প্রধান অতিথি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপি, আইএলও-র উপ-পরিচালক গগন ভান্ডারী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গোল টেবিল বৈঠকে গবেষণাকর্মের তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন আদিবাসী নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষ... ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফ... ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)-এর নির্ব... পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহ... রানা।

জাবারাং কল্যাণ সমিতির নি... পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপু... স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সূচিত... গোল টেবিল বৈঠকের সভা...

ছিলেন দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সভাপতিত্ব করেন ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)-এর সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদার।

গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের প্রতিটি জনগোষ্ঠির ... সাংস্কৃতিক জীবন

প্রকাশনায় ...
বিষয় ... পাঠ্যপুস্তকে ... সংশোধনের ... থেকেই ... প্রক্রিয়া ... বৈঠকে ... ঢাকা বিশ্ব... ও সাংবাদি... ড. শেখ ... চট্টগ্রাম ... গৌতম কুমা... আদিবাসী ... সম্পাদক ... বিশ্ববিদ্যালয়ের ... প্রভাষক ... আইএলও-এর কোঅর্ডিনেটর ... শিসুক এর ... সাকিউল মিল্লা... রিসার্চ ইনস্টি... প্রশান্ত ... মণিপুরি ... সভাপতি এ ... উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক ... সোশ্যাল কা... জিডিসন প্রধান প্রমিলা টুডু, থাডিয়াস ... কল্পনা রানী, স্টিফেন মাল্লিক...

www.kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ ৩
২৮ এপ্রিল ২০১১, বৃহস্পতিবার

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ►

দেশের পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এতে কোমলমতি শিশুমনে আদিবাসী সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া সাধারণ বাঙালি শিশুদের সঙ্গে আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীর দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আদিবাসী মানুষ সম্পর্কে জনমনে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক ধারণা।

গতকাল বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এ কথা ... এ অবস্থার পরিবর্তনে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি ... কমিটিতে আদিবাসী লেখক ও গবেষকদের অন্তর্ভুক্তির দাবি ... আদিবাসীদের নিজ মাতৃভাষায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ...

... উন্নয়ন কার্যক্রম ... টেবিল আলোচনায় ... ন। বিশেষ অতিথি ... এবং আন্তর্জাতিক শ্রম ... বক্তব্য দেন গৌতম

দৈনিক অরণ্যবার্তা
খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত মুক্তচিন্তার দৈনিক
রেজি নং- চ- ২...
খাগড়াছড়ি, বর্ষ-১৬, সংখ্যা ০...
বৃহস্পতিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১১ ইং
১৫ বৈশাখ, ১৪১৮ বাংলা
৪ পৃষ্ঠা, ২ টাকা

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ... আদিবাসী নৃগোষ্ঠির জীবন সংস্কৃতি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণকারীরা। ছবি-দৈনিক অরণ্যবার্তা

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

ঢাকা ব্যুরো ॥ ২৭ এপ্রিল বুধবার বিকাল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব-এর ভি আই পি লাউঞ্জে ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), শিসউক এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফছারুল আমীন এমপি প্রধান অতিথি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, আইএলও-র উপ-পরিচালক গগন ভান্ডারী ...

প্রকাশনায় আদিবাসী

ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সভাপতিত্ব করেন ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)-এর সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদার।

বৈঠকে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার ...

জন্য এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। বক্তারা জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনায় সম্পৃক্ত প্রবন্ধকার, গবেষক ও লেখকবৃন্দ ছাড়াও যারা আদিবাসী জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখালেখি করেন, তাদের সকলকে আরও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

... দেশের প্রতিষ্ঠিত ... গবেষক, সংবাদকর্মী ... আদিবাসী ... সামাজিক ... নাগরিক এবং ... অংশ নেন ... বৈঠক আয়োজনে সহযোগিতা করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

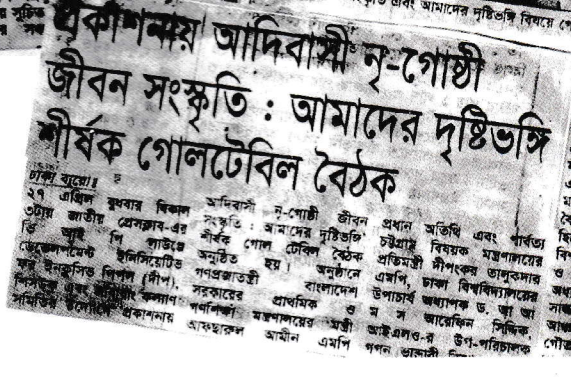

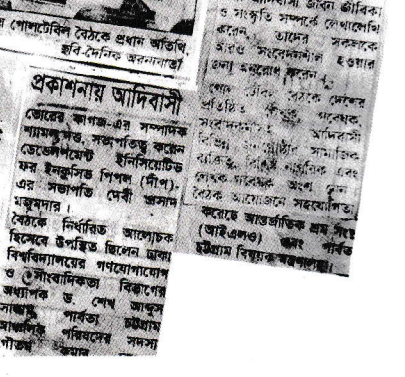

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে ব্যবহৃত কিছু চিত্র এবং আমাদের প্রস্তাবনা

বইয়ে ছাপা ছক

১। চাকমা	৬। মুরং
২। মারমা	৭। খাসিয়া
৩। সাঁওতাল	৮। হাজং
৪। গারো	৯। ওঁরাও
৫। মণিপুরি	১০। রাজবংশী

শুদ্ধ ছক হবে এ রকম

১। চাকমা	৮। মণিপুরি
২। মারমা	৯। খাসিয়া
৩। ত্রিপুরা	১০। সাঁওতাল
৪। ম্রো	১১। ওঁরাও
৫। গারো	১২। মুন্ডা
৬। হাজং	১৩। মাহালে
৭। রাখাইন	১৪। রাজবংশী

বইয়ে ছাপানো ভুল চিত্র

চিত্র ১১.৫: সাঁওতাল রমণীদের নৃত্য

যেমন চিত্র ছাপানো যুক্তিযুক্ত

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য

মানচিত্রে ব্যবহৃত আদিবাসীদের অবস্থান

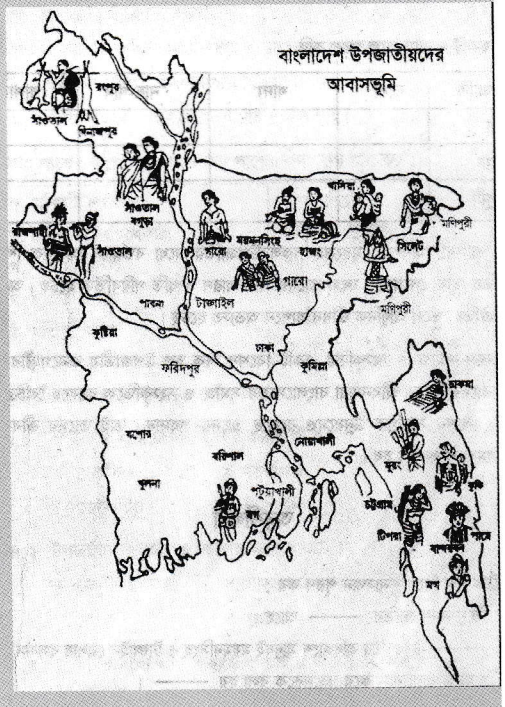

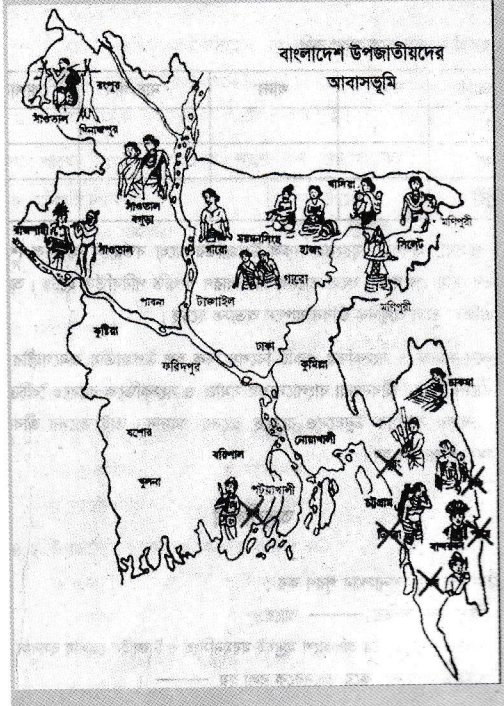

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে ব্যবহৃত কিছু চিত্র এবং আমাদের প্রস্তাবনা

বইয়ে ব্যবহৃত এই চিত্রটি সঠিক নয়

চিত্র ৪৮: গারো মহিলা

আদরের শিশুটিকে গারো মায়েরা বুকের সাথে নিবিড়ভাবে অথবা এভাবেই বহন করেন

বইয়ে ব্যবহৃত এই চিত্রটি সঠিক নয়

চিত্র ০৯: খাসিয়া মহিলা ও পুরুষ

নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে খাসি তরুণীর ছবি এরকম হওয়া উচিত

বইয়ে ছাপা ছবিটি চাকমা জনগোষ্ঠীর নয়

চিত্র ১১.২ : বৈশাখি পূর্ণিমা

৪.৩ প্রশ্নটি শিশুদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে

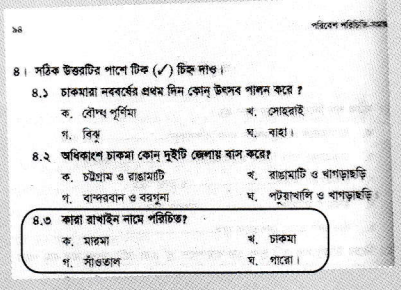

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ চাকমারা নববর্ষের প্রথম দিন কোন্ উৎসব পালন করে ?

ক. বৌদ্ধ পূর্ণিমা খ. সোহরাই

গ. বিষু ঘ. বাহা।

৪.২ অধিকাংশ চাকমা কোন্ দুইটি জেলায় বাস করে?

ক. চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি খ. রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি

গ. বান্দরবান ও বরগুনা ঘ. পটুয়াখালি ও খাগড়াছড়ি

৪.৩ কারা রাখাইন নামে পরিচিত?

ক. মারমা খ. চাকমা

গ. সাঁওতাল ঘ. গারো।

zabarang
at a glance

Date of establishment: 28 January 1995

Zabarang vision: for an educated society that is poverty-free, equal in justice, capable of meaningful activities, secure and empowered in every stage of life.

Zabarang mission: to work for individuals, families and communities by providing financial support, advocacy, and community-based institutional capacity building, influencing policies that promote the interest of people.

Legal status: registered with the Department of the Social Services (Khagra-122/97, date-29/07/1997) and NGO Affairs Bureau, Government of Bangladesh (no-1461 date-27/12/1999, date of last renewal: 13/02/2011).

Zabarang Core Values

1) Commitment to ' People First, People Last';
2) Respect for Human Life and Dignity;
3) Dedication to Work;
4) Inspiration to Others;
5) Openness to Change

Sectoral focus

1) Education;
2) Good Governance and
3) Sustainable Livelihood

Objectives

1. Contribute in achieving quality education for all by 2015;
2. Contribute in ensuring pro-people governance system from the grassroots level up to the policy level; and
3. Contribute in achieving well-being of the grassroots communities through providing all possible technical and monetary supports and advocacy assistance to the target beneficiaries.

Current projects: 1) Shishur Khamatayan (mother tongue based Multilingual Education); 2) Grassroots Initiatives for Quality Education (GIQE); 3) Community Empowerment and Economic Development Project in Panchari; 4) Community Empowerment and Economic Development Project in Dighinala; 5) Strengthening the Basic Education in CHT (BECHT); 6) Non-Formal Primary Education (NFPE); 7) Promoting the Best Practices to Combat Climate Change; 8) Strengthening Community Initiative to sustain community-based Health service.

Current donors/partners: 1) Save the Children, 2) Manusher Jonno Foundation, 3) CHTDF UNDP, 4) BRAC, 5) UNDP Regional Center in Bangkok

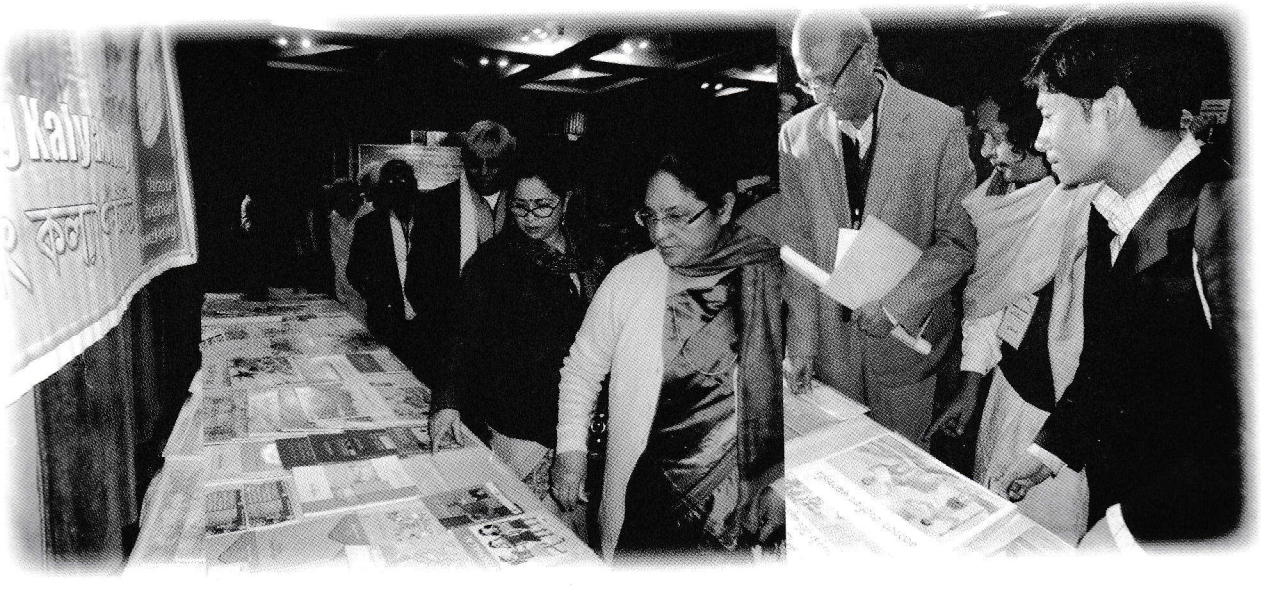

Activities of DIIP at glance

Mobilization of local level policy makers in favor of Tripura Indigenouscommunity in Comilla

1. Collection, preservation and promotion of Indigenous culture, language, traditional song, dance and traditional costumes of the Indigenous Peoples of Bangladesh.

Practices and initiate comprehensive activities on Intellectual Property Rights.

2. Provide technical supports to the 'Loklokaloy' program of Bangladesh Television which is regularly broadcasted on the issues of culture, life and livelihood of the Indigenous Peoples. This special TV program has been commenced on 6 January 1993, which is now observed by the different Indigenous communities as the day for cultural revival of Indigenous Peoples.

3. Commenced the Development Initiative for Education in 2006 through a participatory research work on the use of wrong information and image in different publications of individual writers, researchers and scholars of the country including the school textbooks. A series of fieldbased research works was conducted under this activities and a roundtable conference was conducted on 1 August 2009 at VIP Lounge of the national press club.

4. Published a bilingual book in Kokborok and Bangla authored by Manindra Tripura.

5. Provide capacity building supports to the Tripura community of Comilla in reviving their traditional cultural practices including dances, songs, dresses etc. Organized Bwisuk festival in 2006 and Tripura Cultural Festival in 2009 in Comilla with the support of Rangamati Tripura Kalyan Foundation.

General Secretary of DIPP at the Tripura village in Comilla during the celebration of Tripura Cultural festival

6. Provide supports to the Koch community of Jhinaighati, Sherpur to revive their cultural practices including traditional costume.

7. A series of video documentary film titling 'Indigenous Peoples : Life and Living' is commenced with Chakma, Marma and Tripura, which will be developed for 41 Indigenous communities of the country.

8. Conduct motivational works on Indigenous Practices and initiate comprehensive activities on Intellectual Property Rights.

Traditional costumes of Tripura women in Comilla promoted by DIIP

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ত্রিপুরা যুবক-যুবতি

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মারমা যুবক-যুবতি

নৃত্যের পোশাকে মণিপুরি তরুণী

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সাঁওতাল যুবতি

প্রকাশনায় ঃ

DIIP
Development Initiative for Inclusive People

Zabarang Kalyan Samity

সহযোগিতায় ঃ

মানুষের জন্য
manusher jonno

প্রকাশনায় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি ঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্যপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীপ ও জাবারাং কর্তৃক প্রকশিত বিশেষ প্রকাশনা। প্রকাশকাল : **সেপ্টেম্বর ২০১২**